সারসংক্ষেপ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

এনআরপি

National Resilience Programme

এনআরপি'র পটভূমি

জাতিসংঘের তিনটি প্রতিষ্ঠান - ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনডিপি), ইউনাইটেড নেশনস অফিস ফর প্রোজেক্ট সার্ভিসেস (ইউএনওপিস) এবং ইউএন উইমেন এর কারিগরি সহযোগিতায় এবং সুইডেন ও ব্রিটিশ সরকারের অর্থায়নে মে, ২০১৭ সাল থেকে ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (এনআরপি) এর আওতায় ৪(চার)টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রকল্পসমূহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট জাতীয় পরিকল্পনাসমূহ প্রণয়নে সহায়তাকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে দুর্যোগে জাতীয় সহনশীলতা বৃদ্ধিতে এ প্রকল্পসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক, জেন্ডার রেসপন্সিভ এবং ঝুঁকি অবহিতিমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুর্যোগ সহনশীলতা (রেজিলিয়েন্স) অর্জন এবং বাংলাদেশের টেকসই অর্থনৈতিক ও মানবসম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রাখাই প্রকল্পটির সার্বিক উদ্দেশ্য

কর্মসূচিটি মে, ২০১৭ থেকে জুলাই, ২০২০ এই ৩৯ মাসের জন্য জন্য গৃহিত হলেও কার্যক্রম দেরিতে শুরু এবং কোভিড-১৯ এর কারণে কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিভিন্ন সমস্যা হওয়ায় কর্মসূচির মেয়াদ তিনবার সংশোধিত হয়ে বর্তমানে কর্মসূচিটির মেয়াদ ডিসেম্বর ২০২২-এ শেষ হওয়ার কথা রয়েছে।

উক্ত কর্মসূচিটি ৪(চার)টি উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারের চার ৪(চার)টি বিভাগ এবং ৩(তিন)টি ইউএন এজেন্সির কারিগরি অংশীদারিত্বে নিম্নোক্তভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে:

১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (ডিডিএম), কারিগরি সহযোগিতায় ইউএনডিপি;

২. পরিকল্পনা কমিশনের প্রোগ্রামিং ডিভিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, কারিগরি সহযোগিতায় ইউএনডিপি;

৩. স্থানীয় সরকার বিভাগের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, কারিগরি সহযোগিতায় ইউএনওপিএস;

৪. নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, কারিগরি সহযোগিতায় ইউএন উইমেন।

UKaid from the British people | Sweden Sverige | UN WOMEN United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women | UNOPS | UNDP

এনআরপি'র সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে "অন্তর্ভুক্তিমূলক, জেন্ডার সংবেদনশীল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ঝুঁকি সচেতনতা উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের রেজিলিয়েন্স বাড়ানো ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা"। স্থানীয় পর্যায়ে ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রম এই কর্মসূচির মাধ্যমে বাস্তবায়ন না করে বড় পরিসরে পরিচালনার জন্য সরকারের স্থানীয় অবকাঠামো এবং কর্মসূচির মাধ্যমে তা বাস্তবায়নের জন্য সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এনআরপি'র পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এনআরপি-এর সম্ভাব্য ফলাফল ধরা হয়েছিল "পর্যাপ্ত পরিমাণে রেজিলিয়েন্স বৃদ্ধির মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি, মানুষের জীবন, জীবিকা এবং পুরুষ, নারী, বালিকা ও বালকদের স্বাস্থ্যঝুঁকি কমিয়ে আনা এবং বাংলাদেশের ব্যক্তি, পেশা ও কমিউনিটিসমূহের সুরক্ষা প্রদান করা"।

এ ফলাফল অর্জনের জন্য এনআরপি পাঁচটি সুনির্দিষ্ট কর্মকাণ্ডে গুরুত্বারোপ করেছে:

ক. ঝুঁকি-সচেতনতা এবং জেন্ডার-রেসপন্সিভ (সাড়ামূলক) উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরির জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি;

খ. নিয়মিতভাবে সংঘটিত হয় এমন এবং বড় ধরনের দুর্যোগ বিবেচনায় নিতে জাতীয় পর্যায়ে শক্তিশালী জেন্ডার-সংবেদনশীল সক্ষমতা তৈরি;

গ. ঝুঁকি-সচেতন এবং জেন্ডার-সংবেদনশীল অবকাঠামো পদ্ধতি পরিকল্পনা এবং তৈরিতে বাংলাদেশ সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধি;

ঘ. জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জেন্ডার-সংবেদনশীল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণে, বিনিয়োগে এবং নীতিমালা তৈরিতে নারী নেতৃত্বের সক্ষমতা বৃদ্ধি;

ঙ. নিয়মিতভাবে সংঘটিত হয় এমন এবং বড় ধরনের দুর্যোগ মোকাবিলার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীতা-বান্ধব, জেন্ডার-রেসপন্সিভ প্রস্তুতি, সাড়াদান এবং পুনরুদ্ধারে কমিউনিটি পর্যায়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি;

সর্বোপরি, জেন্ডার সমতা হচ্ছে ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স কর্মসূচি'র পাঁচটি সুনির্দিষ্ট কর্মকাণ্ড অর্জনে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপক।

এনআরপি'র মূল্যায়ন সম্পর্কিত তথ্য

অক্সফোর্ড পলিসি ম্যানেজমেন্ট (ওপিএম), একটি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন পরামর্শক সংস্থাকে এই মূল্যায়নের জন্য একটি স্বাধীন তৃতীয়-পক্ষ মূল্যায়নকারী হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। হল নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলিকে জননীতি সংস্কারের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং দারিদ্র্য ও প্রতিকূলতা কমাতে সাহায্য করা ওপিএম এর লক্ষ্য। এনআরপি'র কার্যকারিতা এবং প্রভাবসমূহকে একটি নিরপেক্ষ তৃতীয়-পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গিতে যাচাই করে এ মূল্যায়নটি করা হয়েছে। এনআরপি'র বাস্তবায়ন কাঠামো এবং অভীষ্ট কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে এ মূল্যায়ন জাতীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রণয়ন বিষয়ে পর্যালোচনা করেছে। এছাড়া এনআরপি'র মাধ্যমে স্থানীয় সরকার পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি হয়েছে কি না এবং কমিউনিটি পর্যায়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি, দুর্যোগ পরিকল্পনা এবং সাড়াদানে ধারণা ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি হয়েছে কি না তা যাচাই করা হয়েছে। সকল পর্যায়ে এনআরপি'র মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত জেন্ডার সংবেদনশীল কর্ম পরিকল্পনাসমূহ, উন্নয়ন এজেন্ডা অথবা মানসম্পন্ন পরিচালনা পদ্ধতিসমূহ পর্যবেক্ষণ করে তা জেন্ডার অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করেছে কি না তা যাচাই করা হয়েছে। উক্ত মূল্যায়ন এর মাধ্যমে প্রকল্পটির মেয়াদ শেষের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করতে না পারলেও কর্মসূচির লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে কোভিড-১৯ ফলে বিলম্বিত বাস্তবায়ন এবং পরবর্তীতে কর্মসূচির মেয়াদ বৃদ্ধির কারণে কর্মসূচিটি সঠিকভাবে কাজ শুরু করতে পেরেছে কি না তার একটি বিশ্লেষণ প্রদান করা হয়েছে।

এ চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রক্রিয়া কর্মসূচিটির কার্যক্রম মূল্যায়ন করেছে এবং কর্মসূচিটির জন্য কোন কার্যক্রমগুলো বেশি কার্যকর ও কোনগুলো কম কার্যকর (যা পরবর্তীতে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণে সহায়তা করবে) এমন শিখনসমূহ সনাক্ত করেছে। এ মূল্যায়নে কর্মসূচির মেয়াদ প্রায় শেষদিকে হওয়ায় এবং কর্মসূচির বাজেট ব্যয়িত হওয়ার কারণে চলমান পরিকল্পনা বা কার্যক্রমসমূহে পরিবর্তিত কিছু সুপারিশ থাকা সত্ত্বেও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

পদ্ধতি

এই মূল্যায়নে OCED-DAC এর মানদণ্ড প্রয়োগ করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে প্রাসঙ্গিকতা, কার্যকারিতা, দক্ষতা, প্রভাব, এবং স্থায়িত্বশীলতা মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আরও বিস্তৃত মূল্যায়নের জন্য উঅঈ মানদণ্ডে Value for Money (VfM) মাত্রা যোগ করা হয়েছে।

এনআরপি'র সূচিপত্র এবং রেজাল্ট ফ্রেমওয়ার্ক থেকে প্রাথমিকভাবে মূল্যায়নের শুরু হয়েছিল। এটা স্বীকার করতে হবে যে, এনআরপি'র মত এত জটিল এবং বিস্তৃত কারিগরি সহায়তামূলক কর্মসূচির অবদানকে শুধুমাত্র সহায়তা প্রদান করা কার্যক্রমের সংখ্যা, অথবা তৈরিকৃত টুলসের সংখ্যা, অথবা প্রশিক্ষণ প্রদানকৃত ব্যক্তির সংখ্যা দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। যেহেতু বেশিরভাগ ফলাফলই সরকারের বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার প্রভাব এবং সহযোগিতায় অর্জিত হবে, তাই মূল্যায়নটির রেজাল্ট ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী অর্জিত সংখ্যার প্রতি কম গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বরং এটি সরকারের মধ্যে কর্মসূচীটির স্বত্বাধিকার গ্রহণের মুলনীতিসমূহ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং কমিউনিটির কৌশলগত অংশগ্রহণ; এবং এনআরপি'র অংশীজনদের (সরকার অথবা কমিউনিটি) জন্য প্রস্তুতকৃত টুলস/ গাইডলাইন/ নীতিমালা/ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির স্থায়ীত্বশীলতার জন্য সরকার অথবা কমিউনিটির নিজস্ব কর্মসূচিসমূহ ও অন্যান্য কর্মসূচি উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে পরিপূরকতা এবং সমন্বয় সাধন এসব বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। তাই এ মূল্যায়নে "পরিবর্তন"-কে কম গুরুত্ব দিয়ে *"পরিবর্তন অর্জনের প্রক্রিয়া"*-কে বেশি গুরুত্ব প্রদান করেছে।

কর্মসূচিটি মূল্যায়নের জন্য গুণগত এবং পরিমাণগত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের জন্য যে পদ্ধতিটি গ্রহণ করা হয় তা নিম্নে দেয়া হল-

(১) পূর্ব গবেষণাসমূহের ফলাফল পরীবিক্ষণ;

(২) মূল তথ্য প্রদানকারীর সাক্ষাৎকার (কেআইআই), অর্থাৎ মূল অংশীজনদের সাক্ষাৎকার;

(৩) কেস স্টাডিসমূহ; এবং

(৪) প্রাথমিক ও পরবর্তী তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং অর্থের সেবামূল্য যাচাই।

প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে মূল্যায়ন টিম, এনআরপি'র কর্মসূচি সমন্বয় ও পরীবিক্ষণ দল কর্তৃক প্রদত্ত সকল নথি, প্রতিবেদন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট গবেষণাসমূহ নিয়ে ডেস্ক রিভিউ সম্পাদন করে। এরপর, জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসূচির সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনসহ এনআরপি এবং অন্যান্য সরকারি বিভাগসমূহের সাথে মূল তথ্য প্রদানকারীর সাক্ষাৎকার (কেআইআই) এবং বিশদ সাক্ষাৎকার (আইডিআই) গ্রহণ করা হয়। কর্মসূচির উপকারভোগীদের সাথে, জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে কর্মরত তিনটি জাতিসংঘ সংস্থার এবং কর্মসূচি সমন্বয় ও পরীবিক্ষণ দল তথা প্রকল্প পরিচালনা দলের সাথে নির্ধারিত দলীয় আলোচনা (এফজিডি) পরিচালনা করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ইউনিট তথা এনআরপি'র চারটি উপ-প্রকল্প'র কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে চারটি কেস স্টাডি সম্পন্ন করা হয়। মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচিটি বাস্তবায়নের বা পাইলটিং এর মাধ্যমে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে কি না তা নিরূপণের জন্য এনআরপি-এর বাস্তবায়নাধীন এলাকাগুলোতে ৭২০টি পরিবারে জরিপ পরিচালনা করা হয়। ভ্যালু ফর মানি বিশ্লেষণের জন্য ইউকে-র "ফোর ই" *(ইকোনমি, ইফিসিয়েন্সী, ইফেক্টিভনেস এবং ইকুইটি)* পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

ফলাফলসমূহ

প্রাসঙ্গিকতা

রেজিলিয়েন্স সংক্রান্ত ইস্যুসমূহ বাংলাদেশের নীতিমালা বিষয়ক বিভিন্ন নথিতে যেভাবে বলা হয়েছে এনআরপি'র ক্ষেত্রেও উক্ত ইস্যুসমূহ প্রাসঙ্গিকভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে চিহ্নিত অগ্রাধিকারভিত্তিক কার্যক্রমের সাথেও এনআরপি'র গৃহীত কার্যক্রম নিবিড়ভাবে জড়িত রয়েছে। জাতিসংঘের তিনটি সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উপ-প্রকল্পগুলোর প্রতিটিতে দুর্যোগ এবং রেজিলিয়েন্স সংক্রান্ত ইস্যুসমূহকে বিবেচনায় নেয়ার জন্য কর্মসূচীটি সরকারের বিভিন্ন অংশীজনের অংশগ্রহণমূলক উপায়ে বেশ কিছু উদ্ভাবনী টুলস্ এবং পদ্ধতি তৈরি করেছে। প্রত্যেকটি বাস্তবায়নকারী সংস্থার সুনির্দিষ্ট অগ্রাধিকারভিত্তিক বিষয়গুলো সনাক্ত করার জন্য তাদের চাহিদার ভিত্তিতে সরকারের বিভিন্ন অংশীজনের সাথে বিস্তৃত

আলোচনা করা হয়েছে। পূর্বে গ্রহণকৃত বাংলাদেশ সরকারের বা কর্মসূচিগুলোর নিজস্ব কার্যক্রম চালিয়ে নেয়ার জন্য বেশ কিছু কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। জেন্ডার-রেসপন্সিভ (সাড়ামূলক) অন্তর্ভুক্তি এবং দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি, ২০১৯ প্রকাশ ও তা প্রচার করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে; যার মধ্যে এসেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এএমএস) তৈরি, ডিজেস্টার ইম্প্যাক্ট এসেসম্যান্ট টুলস্ এবং ডাইনামিক ফ্লাড রিস্ক মডেল ইত্যাদি হচ্ছে এর কিছু উদাহরণ।

বাংলাদেশের অগ্রাধিকারভিত্তিক সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা নিরূপণের ক্ষেত্রে এনআরপি তার কার্যক্রমে নমনীয় ছিল এবং কোভিড-১৯, ঘূর্ণিঝড় আম্পান এবং ২০২০ সালের বন্যার কারণে পরিবর্তনশীল প্রয়োজনীয়তাগুলোকে গুরুত্বারোপ করার ব্যাপারেও কর্মসূচিটি নমনীয়তা দেখিয়েছে। এছাড়াও "বিল্ড ব্যাক বেটার" কৌশলপত্র তৈরি এবং দুর্যোগ সাড়াদানে বাস্তবিক ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীলতা নিরূপণ করার জন্যও সহায়তা প্রদান করেছে। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য অংশীজনের সাথে আলোচনাপূর্বক এনআরপি'র কার্যক্রমসমূহকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় অথবা অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক অংশীজনের সাথে সংযুক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

এনআরপি অত্যন্ত উচ্চাশী একটি প্রকল্প যা নীতিগত এবং পদ্ধতিগত পরিবর্তনের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশের রেজিলিয়েন্স বৃদ্ধিতে সক্ষম। এর মধ্যে রয়েছে: এসেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, ডাইনামিক ফ্লাড রিস্ক মডেল, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাথে লিঙ্গ ও বয়সভিত্তিক আলাদা দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)-এর জন্য জেন্ডার সূচক তৈরি ইত্যাদি।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত এনআরপি'র চারটি উপ-প্রকল্পগুলোর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সাথে বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের বর্তমান সম্পর্কের উন্নয়ন সাধন এবং এনআরপি'র সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে শক্তশালী ভূমিকা পালন করা। যৌথ প্রকল্প প্রনয়ন পদ্ধতিতে বাস্তবায়নকৃত সংস্থাসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন এবং দক্ষতা বিনিময়ের সুযোগ থাকায় কর্মসূচি সফল হওয়ার একটি বিশাল সুযোগ তৈরি হয়। তবে, বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ এনআরপি'র লক্ষ্য অর্জনে যৌথ প্রক্রিয়ায় বা একইসাথে কাজ করতে পারে সে লক্ষ্যে একটি শক্তিশালী সমন্বয় এবং কেন্দ্রীয়ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ইউনিট তৈরি করতে হবে, যাতে করে কার্যক্রমসমূহের ফলাফল ছোট অর্জনগুলোতে কেন্দ্রীভূত না থেকে জাতীয় কৌশলগত নীতিমালা পরিবর্তনের সহায়তা প্রদান করতে পারে।

কার্যকারিতা

এনআরপি কর্তৃক গৃহিত উপ-প্রকল্পসমূহ প্রায় সকল নির্ধারিত ফলাফল অর্জন করতে পেরেছে, কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়নের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে এবং সরকারের পক্ষ থেকে যাচাইকরণ বা অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। যেহেতু এনআরপি ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে, তাই উপ-প্রকল্পসমূহের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বার্ষিক কর্মপরিকল্পনায় উপ-প্রকল্পসমূহের যে নির্ধারিত ফলাফলের কথা বলা হয়েছে তার সবগুলোই প্রকল্পকালীন সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হবে।

প্রকল্পের রেজিলিয়েন্স এবং জেন্ডার সংবেদনশীলতাকে সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার মূলধারায় আনতে সফলতা অর্জন করেছে। এনআরপি'র কিছু কার্যক্রম মূলধারায় আনতে যেগুলো ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদন পেয়েছে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে: দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি, ২০১৯, এবং জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫ নীতিসমূহ জেন্ডারকে অন্তর্ভুক্তি; সম্ভাব্যতা প্রতিবেদনে (feasibility report) ডিআইএ ফ্রেমওয়ার্কের অন্তর্ভুক্তি; স্থানীয় পর্যায়ে বন্যা ব্যবস্থাপনায় ডাইনামিক ফ্লাড রিস্ক মডেল তৈরি; এলজিইডিতে এসেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (AMS) বাস্তবায়ন; রক্ষণাবেক্ষণকৃত রাস্তা ও সেতুসমূহের সামগ্রিক জেন্ডার অন্তর্ভুক্তিমূলক সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি তৈরি; এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পরীক্ষামূলকভাবে লিঙ্গ ও বয়সভিত্তিক আলাদা দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম।

পাইলট কার্যক্রমসমূহ প্রকল্পের কার্যক্রম বিষয়ক নির্দেশনা প্রদানে এবং কার্যক্রমের গতিবৃদ্ধিতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে। দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জ্ঞান এবং সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রকল্পকর্তৃক গৃহিত পরীক্ষামূলক কার্যক্রম গুরূত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তবে, এগুলো এখনো পরীক্ষামূলক পর্যায়ে আছে এবং এনআরপি'র আওতায় প্রকল্পকালীন সময়ের মধ্যে কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। এছাড়া, কৌশলগত ও পদ্ধতিগত পরিবর্তন আনতে এ কার্যক্রমসমূহের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রয়োজন।

এনআরপি'র সফলতা হচ্ছে শক্তিশালী কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন কর্মী তৈরি করা, যারা প্রকল্প বাস্তবায়নকে ত্বরান্বিত করেছে; এবং সরকারকে এনআরপি'র স্বত্ত্বাধিকার তৈরিতে সহায়তা প্রদান করেছে। বাংলাদেশ সরকারের কর্মকর্তাবৃন্দের আন্তরিক সহযোগিতার

মাধ্যমে এনআরপি উপকৃত হয়েছে যারা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে পেরেছে। যদিও রেজিলিয়েন্স তৈরির ক্ষেত্রে কারিগরি দিক থেকে এনআরপি সফল হয়েছে, কিন্তু পরিকল্পনা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জেন্ডারকে মুলস্রোতধারায় আনার জন্য উদ্ভাবনী পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে এনআরপি আরও ভালোভাবে কাজ করার সক্ষমতা রাখে। প্রকল্প পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় জেন্ডার ইস্যুতে এনআরপি আরও সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত ছিল।

অন্যান্য কার্যকরি পদক্ষেপের মধ্যে, কর্মসূচির মাধ্যমে এনআরপি উপকারভোগীদের (ব্যক্তি পর্যায়ে) প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। তবে প্রদানকৃত প্রশিক্ষণ কার্যকরী কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি।

দক্ষতা

কর্মসূচির সময়কালে, এনআরপি প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল, কাঠামো এবং পদ্ধতিসমূহের রেজিলিয়েন্স বাড়াতে এবং কিছু ক্ষেত্রে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জেন্ডার-অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিকল্পনা প্রণয়নে এনআরপি অবদান রেখেছে। বিদ্যমান কাঠামো/পদ্ধতির মাধ্যমে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে তাদের কর্মকর্তাদের নিয়মিত অংশগ্রহণ এবং তাদের সাথে নিয়মিত আলোচনা করার মাধ্যমে তাদের মধ্যে স্বত্ত্বাধিকার তৈরি হয়েছে ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে, তথা এনআরপি'র দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এনআরপি'র পিসিএমটি'র সহয়োগিতায় শুরু থেকেই বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধি এবং সরকারি অংশীজনদের সমন্বয়ে ত্রৈমাসিক রিভিউ মিটিং যা সমন্বিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটি (জেপিআইসি) মিটিং নামে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। উক্ত সভাসমূহে সরকারি অংশীজনদের এনআরপি কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহের অগ্রগতি (প্রোগ্রামেটিক এবং আর্থিক উভয়ই) পর্যবেক্ষণ এবং তদনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হত।

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় এবং কমিউনিটি পর্যায়ে রেজিলিয়েন্স পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা এবং নারী ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর উপর দুর্যোগের অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রভাব বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিতে এনআরপি ভূমিকা পালন করেছে। স্থানীয় পর্যায়ের মানুষদের কমিউনিটির সদস্যদের সাথে এবং উচ্চ পর্যায়ের নীতি-নির্ধারকদের সাথে একসাথে অংশগ্রহণ করানোর মাধ্যমে এনআরপি টপ-ডাউন পদ্ধতি, এবং (১) উদ্ভাবনী প্রক্রিয়া বাড়ানোর জন্য উন্নয়ন এবং (২) সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কর্মসূচি অথবা ওয়ার্কশপ আয়োজনের মাধ্যমে বটম-আপ পদ্ধতির মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছে।

এনআরপি'র শক্তিসমূহ স্বীকার করে নেওয়ার পাশাপাশি কর্মসূচির দুর্বলতাসমূহকেও ভবিষ্যৎ কর্মসূচিসমূহের জন্য সম্ভাব্য শিখন হিসেবে নিয়েছে। এনআরপি'র একটি অনন্য প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কাঠামো আছে যেখানে এনআরপি নিজে ব্যতীত অন্য কোন সত্তা সিদ্ধান্ত-গ্রহণ করে না। প্রকল্পের সিদ্ধান্ত গ্রহণ অথবা প্রকল্পের ধারণাসমুহের উপর আলোচনা ও বিতর্ক পরিচালনা করার জন্য জেপিএসসি এবং জেপিআইসি উভয়েই অনেক বেশি কাঠামোগত। অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী যারা একই খাতে কাজ করে কিন্তু সরাসরি এনআরপি-র সাথে সংশ্লিষ্ট না তাদের সাথে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে এনআরপি'র দুই ধরণের সমন্বয় করেছে: (১) এনআরপি'র কার্যক্রম গ্রহণের সময় তাদের শিখন/ফলাফলগুলোকে আমলে নেয়া, (২) কোভিড-১৯ কালীন সীমাবদ্ধতার মধ্যেও অন্যান্য দাতা সংস্থা এবং অংশীজনদের সাথে অনানুষ্ঠানিক আয়োজন এবং তা সমন্বয় করা।

প্রভাব

এনআরপি'র জন্য বরাদ্দ সময়কাল খুবই কম ছিল, তাই এনআরপি কর্মসূচি প্রভাব মূল্যায়ন করার সময় এখনও হয়ে ওঠে নি। পরামর্শমূলক পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত সকল নীতিমালা বিষয়ক টুলসগুলো এবং পদ্ধতিগত উন্নতিসমূহ থেকে পাওয়া সুপারিশসমূহ, সরকার কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে সমন্বিত এবং গৃহীত হলে তবেই কর্মসূচির প্রভাব উল্লেখযোগ্য হবে। এনআরপি কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহের বেশিরভাগই সমসাময়িক সময়ে চূড়ান্ত হয়েছে এবং তা সরকার কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হওয়া বাকি রয়েছে। এএমএস, ডিএফআরএম, ডিআইএ-এর মত পদক্ষেপসমূহ সরকারের কাঠামোতে একীভূতকরণে এবং এ প্রকল্পগুলোর যৌক্তিক সমাপ্তির জন্য আরও অনেক সহায়তা প্রয়োজন হবে।

এনআরপি তার সকল উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে এর অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে এবং মূল্যায়নের ফলাফলসমূহ যাচাই করে দেখা যায় যে, চলমান কার্যক্রমসমূহও ডিসেম্বর ২০২২-এ কর্মসূচি শেষ হওয়ার আগেই সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়। সম্পূর্ণরূপে এটি শুধুমাত্র স্বতন্ত্র উপ-প্রকল্পের ক্ষেত্রে বলা যাবে কেননা এনআরপি-র লগফ্রেম এবং উপ-প্রকল্পের লগফ্রেমের সাথে সুস্পষ্ট নয়। এএমএস (এএমপিসহ), ডিআইএ (ডিআরআইপি এবং আপদ মানচিত্রসমূহ),

প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসমূহ এবং প্রতিষ্ঠিত প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটসমূহের প্রশিক্ষণ মডিউলসমূহ একত্রীকরণ, দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি, ২০১৯ এবং জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫-এ জেন্ডার-কে অন্তর্ভুক্তি; ইত্যাদি কর্মসূচিটির জন্য অনেক বেশি প্রভাবময় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করা হয়। এই পদক্ষেপসমূহের বেশিরভাগই কৌশলগত পরিবর্তনের সুস্পষ্ট পথ দেখানোর জন্য এবং কর্মসূচি সম্পন্ন হওয়ার নিকটবর্তী হওয়ার জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে। এলজিইডির জেন্ডার মার্কার, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পরীক্ষামূলকভাবে লিঙ্গ ও বয়সভিত্তিক আলাদা দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম, নারীর ক্ষমতায়নের উপর সিএসওসমূহের প্রশিক্ষণ, সাপ্লাই চেইন রেজিলিয়েন্স স্টাডি, ডিএফআরএম, ডিআরআর-ইজিপিপি ইত্যাদি এনআরপি-এর সম্ভাব্য প্রভাবশালী পদক্ষেপ হিসেবে ইভ্যালুয়েশনে পাওয়া গেছে। অপরপক্ষে, জেন্ডার-সংবেদনশীলতার উপর সংবাদকর্মীদের প্রশিক্ষণ, স্থানীয় কমিউনিটিদের প্রশিক্ষণ, ভূমিকম্প স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণ এবং পৌরসভাসমূহের জন্য "বিল্ড ব্যাক বেটার" কৌশলপত্র ইত্যাদিকে অনিশ্চিত প্রভাব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অনিশ্চিত প্রভাবসমূহ হচ্ছে সেসব প্রকল্পসমূহ যেগুলো প্রভাব বিস্তারের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট পথ নির্দেশনা দেয়া হয় নি। অপরপক্ষে, সম্ভাব্য প্রভাবশালী পদক্ষেপসমূহের মধ্যে যেগুলো ছোট ছোট কার্যক্রম যাদের আনুপাতিকহারে বাড়ানোর সম্ভাবনা আছে; কিন্তু বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সম্পন্ন এবং গ্রহণ করতে হবে।

ভ্যালু ফর মানি (ভিএফএম/VfM)

মূল্যায়ন টিম স্বীকার করছে যে, এনআরপি'র মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন নীতিমালা, কৌশলপত্র এবং টুলস্সমূহ যা সরকারের পদ্ধতিগত ও প্রক্রিয়াগত পরিবর্তনে শক্তিশালী ভূমিকা রেখেছে এবং উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনাও রয়েছে। কিন্তু পাইলটিংকৃত অথবা বাস্তবায়িত কার্যক্রমের মাধ্যমে এর উপকারসমূহ পুরোপুরি একীভুত করা এবং নগদীকরণ করা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার তাই এই পর্যায়ে ভিএফএম (VfM) এর আলোকে এনআরপি'র সক্ষমতা যাচাই বেশ কঠিন।

ভিএফএম (VfM) বিশ্লেষণ অনুসারে, দাতা সংস্থার অর্থায়নে এনআরপি কর্তৃক গৃহিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন, রেজিলিয়েন্স কার্যক্রম পরিচালনা এবং উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে ভ্যালু ফর মানি তৈরি করা অবশ্যই প্রশংসনীয় উদ্যোগ ছিল। ভ্যালু ফর মানি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক দক্ষ কর্মী এবং সরকারি অর্থ সমন্বয় এর মাধ্যমে প্রকল্প পরিচালনা আরেকটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ ছিল। এতে করে প্রকল্পের স্বত্ত্বাধিকার তৈরিতে যেমন সরকারের আগ্রহ তৈরি করেছে তেমনই প্রকল্প চলমান থাকাও নিশ্চিত হয়েছে। প্রথমদিকে, এনআরপি'র বাস্তবায়ন ধীরগতিতে শুরু এবং কোভিড-১৯ এর কারণে বাধাপ্রাপ্ত হলেও, উক্ত প্রকল্প এর পরিকল্পনাকৃত কার্যক্রমসমূহ এখনও ঠিকভাবে সম্পন্ন করার মত সুযোগ রয়ে গেছে। এনআরপি'র খরচাদির কোন মাপকাঠি পাওয়া যায় নি। খরচাদির মাপকাঠি এবং যথাযথ খরচ কাঠামো না থাকায় এবং কিছু পদক্ষেপ অসম্পূর্ণ থেকে যাওয়ায় ভিএফএম বিশ্লেষণের মাধ্যমে এনআরপি-এর অর্জিত দক্ষতা পরিমাপ করা কঠিন। এনআরপি'র কাঠামো এবং পরিকল্পনা নিশ্চিতকল্পে গৃহিত কর্মসূচিসমূহ চাহিদা-ভিত্তিক ছিল এবং অংশীজনদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল। এনআরপি প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলশ্রুতিতে সরকার রেজিলিয়েন্স পরিকল্পনা তৈরি এবং জেন্ডারকে মুলস্রোতধারায় সম্পৃক্ত করেছে এবং কাজের ধরণে পরিবর্তন আনতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। ভিএফএম'র কার্যকারিতা আলোচনা করলে দেখা যায় যে, এনআরপি প্রকল্পকর্তৃক গ্রহিত কার্যক্রমের ব্যপ্তি উচ্চমাত্রায় সরকারি অংশীজন তথা সরকারের টেকসই উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। তবে, এনআরপি'র কার্যক্রমসমূহ অধিক কার্যকর করার জন্য খুব সীমিত আকারে লক্ষ্য নির্ধারণ করলেই হবে। কিছু কার্যক্রমকে সংকুচিত করা যেতে পারে এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক কার্যক্রমে পদক্ষেপ না নিয়ে নীতিমালা কার্যক্রমে গুরুত্বারোপ করতে হবে। সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পাইলটিং'র সহায়তায় একটি নীতিমালাকেন্দ্রিক পদক্ষেপ হতে পারে সবচেয়ে ভালো অনুশীলন।

স্থায়িত্বশীলতা

এনআরপি'র সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের সরকারি অংশীজনদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং উচ্চ পর্যায়ের প্রকল্পটির স্বত্তাধিকার তৈরি যা মূল্যায়ন টিমকে আস্বস্ত করতে পেরেছে যে, এনআরপি কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ প্রকল্প না থাকলেও সরকারি পর্যায়ে চলমান থাকবে। উল্লেখ্য যে, এনআরপি'র বেশিরভাগ পদক্ষেপই সরকারের কাঠামোতে একীভূতকরণের অপেক্ষায় আছে বা সরকারের কাঠামোতে একীভূতকরণ হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে, এনআরপি'র কোন পদক্ষেপই বাহ্যিক সহায়তা ছাড়া পুনরায় বাস্তবায়নযোগ্য নয়। কর্মসূচিটির পক্ষে বাহ্যিক সহায়তা ছাড়া স্থায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করতে পারার মত পরিপূর্ণতা পায় নি। সরকারের সাথে সমান অংশীদারিত্ব থাকায় এনআরপি'র পরিকল্পনাসমূহ পরিপূর্ণতা পাওয়ার সময় ও সুযোগ পেলে প্রকল্পের মেয়াদ শেষেও কর্মসূচিটি স্থায়ীভাবে চলবে।

শিখনসমূহ

এনআরপি বাস্তবায়ন থেকে পাওয়া কিছু শিখন নিচে দেওয়া হল:

- কর্মসূচি পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া সরকারের বিভিন্ন অংশীজনের সাথে সুসম্পর্ক তৈরিতে ভূমিকা পালন করেছে। এনআরপি এর সফলতার পেছনে অন্যতম গুণনীয়ক হিসেবে অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিকল্পনা ও পদক্ষেপসমূহ যা সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ সম্পাদন করা হয়েছিল।
- এনআরপি'র চাহিদা-ভিত্তিক কার্যক্রমে সাড়াদানে নমনীয় পদক্ষেপ নেওয়ায় স্বত্বাধিকার তৈরির মাধ্যমে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের অংশীজনদের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়ন করা সম্ভব হয়েছে।
- এনআরপি প্রকল্প এর সরকারি অংশীজনদের সাথে বিদ্যমান উপ-প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রকৃতপক্ষে একটি ভাল পদক্ষেপ ছিল। তবে, আরো ভালো হত যদি প্রকল্পে ব্যয়িত অর্থের মূল্যমান অর্জন করতে বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে একটি শক্তিশালী সমন্বয় কৌশল থাকা প্রয়োজন ছিল।
- এনআরপি-এর মত জটিল প্রকল্পের ক্ষেত্রে লক্ষ্যসমূহকে সীমিত আকারে রাখাই ভালো, কেননা এ প্রকল্পটি কারিগরি সহায়তামূলক প্রকল্প যা দ্বারা রেজিলিয়েন্সের সকল ইস্যু নিয়ে কাজ করা বাস্তবসম্মত হবে না।
- একই লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যমান ইন্সটিটিউটসমূহের মধ্যে কারিগরি এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক সহায়তা কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসমূহ বিস্তর পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে পারে না। বাস্তবায়ন পর্যায়ের প্রতিনিধিদের বিভিন্ন বিভাগের সদস্যদের নিয়ে "মূল দল" অথবা "দক্ষ দল" গঠন করে পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ দেয়া ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে নীতিমালা বাস্তবায়নে স্থায়িত্ব অর্জন করা সম্ভব।
- জেন্ডার একটি সম্পুরক ইস্যু যা সবাইকে বিবেচনায় নিতে হয়, তাই জেন্ডারকে মুল স্রোতধারায় আনতে নিরব প্রক্রিয়ায় কাজ করলে হবে না। কর্মসূচির সূচনালগ্ন থেকেই জেন্ডারকে মুল স্রোতধারায় আনা এবং জেন্ডার বাজেটিংকে প্রকল্পের পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- এনআরপি'র অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রকল্পের কার্যক্রমকে প্রাসঙ্গিক করে তুলতে এনআরপি'র জ্ঞান ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে শক্তিশালী করতে হবে।
- এনআরপি'র অভ্যন্তরীণ মনিটরিং দলকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে প্রকল্পের সফলতা এবং ব্যর্থতা সনাক্ত করতে হবে। এছাড়াও মনিটরিং দলকে প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অদক্ষতা চিহ্নিত করতে হবে।
- একটি কারিগরি সহায়তামূলক প্রকল্প ছোট কাজ না করে বৃহৎ কার্যক্রম বা কৌশলগত জায়গাগুলোতে কাজ করতে পারে। ছোট আকারের কাজগুলোকে নির্বাচন করার ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারণ, আনুপাতিকহার এবং পুনরায় বাস্তবায়নযোগ্যতার দিকে সবসময় লক্ষ্য রাখতে হবে। মূলত, কারিগরি সহায়তামূলক কর্মসূচিগুলো অনেক সময় নিয়ে বাস্তবায়িত হয় যার পরবর্তীতে উক্ত প্রকল্পের প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

সুপারিশসমূহ

এনআরপি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ফলাফলসমূহ আলোচনা করার সময় যেসব সুপারিশসমুহের কথা বলা হয়েছে সেগুলোর বাইরেও ইভ্যালুয়েশন টিম দাতা সংস্থা এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের জন্য বেশ কিছু সুপারিশ প্রদান করেছে। কিছু নির্দিষ্ট খাতকেও বিবেচনায় নেয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

দাতা সংস্থাসমূহের জন্য সুপারিশ:

- কারিগরি সহায়তামূলক প্রকল্পসমূহের কার্যক্রমগুলো সরকারের কাঠামোতে একীভূত হতে অনেকটা সময় প্রয়োজন হয় এবং আরও বেশি সময় প্রয়োজন হয় এর প্রভাব বিস্তার করতে। এনআরপি-এর মত জটিল কারিগরি সহায়তামূলক প্রকল্পের ব্যাপ্তি কমপক্ষে পাঁচ বছরের জন্য পরিকল্পনা করতে হবে এবং কার্যক্রমসমূহ বার বার পরীক্ষা করে চূড়ান্ত করার জন্য প্রকল্পের শুরুতে বেশি সময় হাতে রাখতে হবে।

- ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর রেজিলিয়েন্স বৃদ্ধি ওই জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক রেজিলিয়েন্সের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই দুর্যোগ রেজিলিয়েন্স, টেকসই পরিকল্পনা, জীবিকা সহায়তা অথবা জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কর্মসূচি শুরুর প্রাক্কালে একটি অতিরিক্ত আর্থিক খাত রাখার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করতে হবে।
- সকল উপ-প্রকল্পসমূহের কার্যক্রমে এবং বর্ণনামূলক ও আর্থিক প্রতিবেদনে বাধ্যতামূলকভাবে জেন্ডার সমতা এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি বিবেচনায় রাখলে আরও ব্যাপকভাবে জেন্ডার এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের জন্য সুপারিশঃ

- প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ মনিটরিং পদ্ধতিকে আরো জোড়দার করা।
- প্রকল্প পরিচালনায় কঠোর নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে, উন্নত সেবা প্রদানে এবং ফান্ডের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করতে একটি কেন্দ্রীয় প্রকল্প সমন্বয় কাঠামো তৈরি করতে হবে, যাদের প্রকল্প ও বাজেট অনুমোদন, নির্দিষ্ট সময় পর পর প্রকল্পের অগ্রগতি ও ফান্ডের ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা থাকবে।
- প্রকল্প শেষ হওয়ার আগে যথেষ্ট সময় হাতে রেখেই প্রকল্পের অবর্তমানে কার্যক্রমসমুহ কীভাবে পরিচালিত হবে সে বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, পাইলট প্রকল্পসমুহকে পুনরাবৃত্তি করতে ও আনুপাতিকহারে বাড়াতে এবং অন্যান্য দাতা সংস্থাসমূহ পরিচালিত একই ধরণের প্রকল্পের ফান্ড প্রাপ্তির জন্য গাইডলাইন উক্ত পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
- প্রশিক্ষণগুলো এমনভাবে আয়োজন করতে হবে যেন তা বৃহত্তর পরিসরে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য যেমন– নীতিমালা, টুলস অথবা গাইডলাইন তৈরি ইত্যাদি করতে ভূমিকা রাখতে পারে। নির্দিষ্ট সময় পর পর প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা যাচাইয়ের জন্য ফলো-আপ করতে হবে।
- জেন্ডারকে মূল স্রোতধারায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রকল্পের পরিকল্পনা পর্যায় থেকেই জেন্ডারকে সকল কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- সকল অংশীজনের কাছে প্রকল্পের কার্যক্রমকে প্রাসঙ্গিক করে তুলতে প্রকল্পের জ্ঞান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে উন্নত করে তুলতে হবে।
- প্রকল্পের মাধ্যমে যেহেতু অন্যান্য দাতা সংস্থা ও তাদের অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পসমূহের সাথে অনানুষ্ঠানিক সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে এই কর্মসূচিটি কাঠামোগতভাবে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

পরবর্তী মেয়াদগুলোর জন্য বিবেচ্য বিষয়াদিঃ

- সরকারি ভর্তুকি পাওয়া ওয়েদার-বেজড লাইভলিহুড প্রোটেকশন ইনস্যুরেন্স আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে (যেমন: ইন্স্যুরেজিলিয়েন্স গ্লোবাল পার্টনারশিপস এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের টেকসই অর্থনৈতিক নীতিমালা) উন্নত করা যেতে পারে। দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে জীবিকা রক্ষায় এটি অনেকাংশে সহায়ক।
- দুর্যোগ-আক্রান্ত জনগোষ্ঠী এখন জীবন বাঁচাতে সক্ষম হলেও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে তাদের জীবন-জীবিকা পুনরুদ্ধারে সহায়তা প্রয়োজন হয়। জীবিকা পুনরায় শুরুর জন্য প্রশিক্ষণ অথবা টুলস প্রদান কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।
- সরকারের বর্তমান নীতিমালা ও পরিকল্পনাসমূহের কাজগুলোর পাশাপাশি এনআরপি (যদি চলমান থাকে) একটি নতুন কার্যক্রম হিসেবে রেজিলিয়েন্সের সীমাসমূহ, জলবায়ু মডেলিং, টেকসইত্বের সূচক; অভ্যন্তরীণ ও প্রধান নদীসমূহ, উপকূলীয় অঞ্চল ইত্যাদির সুরক্ষার জন্য সুনির্দিষ্ট জলবায়ু মডেল তৈরি ইত্যাদি বিষয়ে সরকারকে নতুন ধরণের মতামত প্রদানের সুযোগ পাবে।-